ইউনিট - ৮

সংস্কার ও মরণোত্তর কৃত্য

ভূমিকা

সংস্কার কথাটির অনেক রকম অর্থ আছে। এখানে সংস্কার বলতে দশটি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানকে বোঝানো হয়েছে। দশটি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানকে একসাথে বলা হয় দশবিধ সংস্কার। এগুলো ছাড়াও আরও কিছু কৃত্য বা করণীয় অনুষ্ঠান আছে। মানুষ মরণশীল। মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির মরদেহের সৎকার এবং তার আত্মার শান্তি ও মুক্তির জন্য যে সকল শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করা হয় তাকে বলা হয় মরণোত্তর কৃত্য। এ ইউনিটে দশবিধ সংস্কার এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, মরণাশৌচ, আদ্যশ্রাদ্ধ- এ তিনটি মরণোত্তর কৃত্য আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ-১ দশবিধ সংস্কার (প্রথম পাঁচটি)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- দশবিধ সংস্কার কি কি তা বলতে পারবেন।
- গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম ও নামকরণ—এ পাঁচটি সংস্কারের বর্ণনা দিতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিবাহ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিধি মতে দশটি সংস্কার কর্ম করার নিয়ম প্রচলিত আছে। শাস্ত্রীয় ভাষায় এই দশ কর্মকে বলে দশবিধ সংস্কার। দশকর্ম হল : ১। গর্ভাধান ২। পুংসবন ৩। সীমন্তোন্নয়ন ৪। জাতকর্ম ৫। নামকরণ ৬। অন্নপ্রাশন ৭। চূড়াকরণ ৮। উপনয়ন ৯। সমাবর্তন ১০। বিবাহ।

মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, পরাশর সংহিতা, প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রে দশকর্মের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে।

গর্ভাধান : পিতা-মাতার দেহে ও মনে যেসব দোষ-গুণ থাকে সেগুলো সন্তানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। এটা দেখে আর্য-ঋষিগণ গর্ভাধান বিধি প্রবর্তন করেছেন। শুভলগ্নে সন্তানের জন্মদানের জন্য যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান তাকে গর্ভাধান বলে।

পুংসবন : পুত্র সন্তানের কামনায় যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয়, তাকে পুংসবন বলে।

সীমন্তোন্নয়ন : গর্ভাবস্থার অন্যতম সংস্কার সীমন্তোন্নয়ন। গর্ভগ্রহণের পর চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এই সংস্কার করতে হয়।

জাতকর্ম : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র এ সংস্কার করতে হয়। এ সংস্কার কার্য হল: পিতা প্রথমত পুত্রকে স্বর্ণ দিয়ে পুত্রের মুখে মধু ও ঘৃত দেন এবং তার সাথে মন্ত্রোচ্চারণ করেন।

নামকরণ :

সন্তান ভূমিষ্ট হবার দশম, একাদশ, দ্বাদশ বা শততম দিবসে নামকরণ করতে হয়। শৈশব সংস্কারের প্রথম সংস্কার সন্তানের নাম রাখার অনুষ্ঠানই নামকরণ নামক সংস্কার।

সারাংশ

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিবাহ পর্যন্ত যে সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয় তাকে বলা হয় সংস্কার। সংস্কার দশটি। প্রথম পাঁচটি সংস্কার হল গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম ও নামকরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (ö) চিহ্ন দিন।

১. সংস্কার কয়টি?
   ক. ৭টি খ. ৮টি
   গ. ৯টি ঘ. ১০টি

২. সন্তান হওয়ামাত্র কোন সংস্কার করতে হয়?
   ক. নামকরণ খ. জাতকর্ম
   গ. পুংসবন ঘ. সীমন্তোন্নয়ন

৩. সীমন্তোন্নয়ন কোন কোন মাসে করতে হয়?
   ক. ৩য়, ৫ম বা ৭ম খ. ৪র্থ, ৬ষ্ঠ বা ৮ম
   গ. ৫ম, ৭ম বা ৯ম ঘ. ৮ম, ৯ম বা ১০ম

৪. সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার দশম, একাদশ, দ্বাদশ বা শততম দিনে কোন সংস্কার করা হয়?
   ক. জাতকর্ম খ. শুভকর্ম
   গ. নামকরণ ঘ. সীমন্তোন্নয়ন

পাঠ-২ দশবিধ সংস্কার (শেষ পাঁচটি)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন ও বিবাহ–এ পাঁচটি সংস্কার কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার বিবাহের নাম বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

দশবিধ সংস্কারের শেষ পাঁচটি সংস্কার অর্থাৎ চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন ও বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে :

অন্নপ্রাশন : পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এবং কন্যা সন্তানের জন্ম থেকে পঞ্চম বা সপ্তম মাসে প্রথম ভোজন করানোর জন্য যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয় তাকে অন্নপ্রাশন বলে।

চূড়াকরণ : গর্ভাবস্থায় সন্তানের মস্তকে যে কেশ উৎপন্ন হয়, তা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানসহ মুণ্ডনের নাম চূড়াকরণ।

উপনয়ন : উপনয়ন সংস্কারে বিদ্যা শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রথম গুরুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। 'উপনয়ন' শব্দটির মানেই নিকটে নিয়ে যাওয়া। প্রচলিত একটি অর্থে উপনয়ন বলতে বোঝায় যজ্ঞোপবীত বা পৈতা ধারণ।

সমাবর্তন : অধ্যয়ন শেষে গুরু কর্তৃক শিষ্যকে গৃহে ফেরার অনুমতি প্রদান উৎসবকে সমাবর্তন বলে। উপনয়ন শেষে গুরুগৃহে বাস করাই ছিল রীতি। সেখানে পড়াশুনা শেষ করে গুরুর অনুমতি নিয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করতে হত।

বর্তমানকালে সাধারণত গুরুগৃহে থেকে বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন নেই। সে কারণে এ সংস্কারটি এখন পালিত হয় না। তবে বর্তমানে 'সমাবর্তন' নামটি আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপত্র বিতরণ উৎসব এখন সমাবর্তন উৎসব নামে উদযাপিত হয়। যারা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের উপাধি পত্র প্রদান উৎসবই পূর্বকালের গুরুগৃহ ত্যাগের উৎসব বলে মনে করা যেতে পারে।

বিবাহ : যৌবন অবস্থার সংস্কার বিবাহ। বিবাহের দ্বারা পুরুষ সন্তানের পিতা হন। নারী হন মাতা। বিবাহের মাধ্যমে পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি নিয়ে গড়ে ওঠে একটি পরিবার। পরিবারে সকলে মিলে-মিশে সুখ-দুঃখ ভাগ ও ভোগ করে জীবন-যাপন করে। বিবাহে যেমন কতকগুলো শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান পালিত হয়, তেমনি পালিত হয় কতকগুলো লৌকিক ও স্থানীয় স্ত্রী-আচার।

বিবাহে উচ্চারণ করা হয় :
যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব॥
অর্থাৎ তোমার এ হৃদয় আমার হোক
আমার এ হৃদয় হোক তোমার।

এ মন্ত্রের মধ্য দিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে গভীর ঐক্য গড়ে ওঠে।

মনুসংহিতায় সেকালের অবস্থা অনুসারে ৮ রকমের বিবাহ-পদ্ধতির বর্ণনা আছে। যথা–ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রজাপাত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ।

কন্যাকে বিশেষ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে স্বর্ণঅলংকার ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত করে বিদ্বান ও সদাচার সম্পন্ন বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করে যে কন্যা দান করা হয় তাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলে। "তোমরা উভয়ে সুখে গার্হস্থ্য ধর্মের আচরণ কর"-এই আশীর্বাদ করে যথাবিধি অলংকার ইত্যাদি দ্বারা অর্চনাপূর্বক বরকে যে কন্যা দান করা হয় তাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে। বিবাহের নানা প্রকার পদ্ধতি সেকালের সামাজিক প্রথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বিবাহ-পদ্ধতিসমূহের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহ পদ্ধতিটিই শ্রেষ্ঠ।

সারাংশ

হিন্দু ধর্মের দশবিধ সংস্কারের শেষ পাঁচটি সংস্কার হচ্ছে চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন ও বিবাহ। আট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহই শ্রেষ্ঠ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. পুত্র সন্তানের অন্নপ্রাশন দিতে হয়–
ক. ৫ মাসে খ. ৬ মাসে
গ. ৭ মাসে ঘ. ৯ মাসে

২. উপনয়ন সংস্কার কি উপলক্ষে করা হয়?
ক. বিদ্যা শিক্ষা শুরু উপলক্ষে খ. বিবাহ উপক্ষে
গ. বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্তি উপলক্ষে ঘ. প্রথম অন্ন ভোজন উপলক্ষে

৩. সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়–
ক. পাঠ আরম্ভ হলে খ. পাঠ শেষে
গ. যৌবনকালে ঘ. বৃদ্ধকালে

৪. বিবাহ কত প্রকার?
ক. ৫ প্রকার খ. ৭ প্রকার
গ. ৮ প্রকার ঘ. ৩ প্রকার

৫. 'যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম'–এ মন্ত্রটি কোন সংস্কারের সময় উচ্চারণ করা হয়?
ক. উপনয়ন খ. চূড়াকরণ
গ. বিবাহ ঘ. সমাবর্তন

পাঠ-৩ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- মৃত দেহকে স্নান ও দাহ করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- পিণ্ডদান প্রণালী কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

অন্ত মানে শেষ। ইষ্টি মানে যজ্ঞ। সুতরাং 'অন্ত্যেষ্টি' শব্দের অর্থ শেষ যজ্ঞ। এই শেষ যজ্ঞ বলতে বোঝায় অগ্নিতে মৃতদেহ আহুতি দেওয়া। সোজা কথায় পচনশীল মৃতদেহটি সযত্নে দাহ করা। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট মন্ত্র ও বিধি-বিধান আছে। দাহকারী কে কে হতে পারে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তার ক্রমও নির্দিষ্ট আছে। দাহের অধিকারী জ্যেষ্ঠপুত্র, অভাবে অন্য পুত্রগণ, অভাবে শাস্ত্র নির্দেশিত অন্য কোন ব্যক্তি স্নান করে শবদেহ শ্মশানে এনে প্রথমে অন্নপাক করতে হবে। মৃতদেহকে কখনও বস্ত্রশূন্য করতে নেই। শবদেহে ঘৃত মাখিয়ে স্নান করাতে হবে।

স্নানমন্ত্র :

গয়াতীর্থ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য জড়িত। কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা, যমুনা কৌশিকী, চন্দ্রভাগা প্রভৃতি নদী সকল পাপ নাশ করে। ভদ্রা অবকাশ, গন্ডকী, সরযু প্রভৃতি পবিত্র নদী। বৈনব বরাহ প্রভৃতি তীর্থসমূহে পিণ্ডদান করা হয়। পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ ও পবিত্র নদী, জলাশয়, সাগরাদি এখানে সম্মিলিত হোক।
এরপর মৃত দেহকে নব বস্ত্র পরাতে হয়। ব্রাহ্মণ হলে পৈতা দিতে হবে। গায়ে চন্দনাদি মাখিয়ে, দুই চোখ, দুই কানে, নাসিকার দুই ছিদ্রে সোনার টুকরা দিতে হবে। যদি সোনা না থাকে তাহলে কাঁসার খণ্ড দেয়া যেতে পারে। তারপর পূর্বের পাক করা অন্নের অর্ধেক ফেলে দিয়ে পিণ্ডদানকারী পিণ্ড দান করবে।

পিণ্ডদান প্রণালী :

পিণ্ডদাতা পরিষ্কার ভূমিতে গোময় লেপন করে বাম জানু পেতে দক্ষিণমুখী হয়ে বসবেন। তারপর বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পিণ্ডদান করবেন। এই নিয়মটি সকলের জন্য প্রযোজ্য।
অতঃপর অগ্নিদাতা আবার স্নান করে পরিষ্কার ভূমিতে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ করে চিতা কাষ্ঠ সাজাবেন। চিতার ওপরে বস্ত্র দিয়ে নিচে বস্ত্র দিয়ে মৃত দেহকে উত্তর দিকে মাথা দিয়ে (সামবেদী হলে দক্ষিণ দিকে মাথা করে) পুরুষ হলে উপুড় দিয়ে আর স্ত্রীলোক হলে চিত করে) শোয়াতে হবে। তারপর অগ্নিগ্রহণ করে শবদেহ ৭ বা ৩ বার প্রদক্ষিণ এবং নিম্ন বাক্যগুলো পাঠ করতে হবে:
এই মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় জেনে বা না জেনে লোভে এবং মোহে অনেক অপকর্ম করতে পারেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন কারণ মানুষ মরণশীল এবং মৃত্যুর বশ বলেই পঞ্চ মহাভূতে দেহ ত্যাগ করেছেন। এই মানব জীবন ধর্ম, অধর্ম এবং লোভেও মোহযুক্ত। এই ব্যক্তির সর্বগাত্র দহন করে তাকে দিব্যলোকে নিয়ে যান।
পিণ্ডদাতা এই মন্ত্র পাঠ করে নিজে দক্ষিণ মুখ হয়ে মৃত দেহের মুখে প্রদান করবে। পরে দাহ প্রায় সমাপ্ত হবার পরে সাতটি কাঠি চিতায় প্রদান করবে। দাহকারিগণ ৭ বা ৩ কলস জল দিয়ে চিতার অগ্নি নিভিয়ে ফেলবে।

পরে একটি জলপূর্ণ কলস চিতার ওপরে রাখবে। মৃত ব্যক্তির কিছু অস্থি জলে নিক্ষেপ করবে। কুঠার বা লোষ্ট্র অর্থাৎ মাটির ঢেলা দিয়ে কলসটি ভেঙ্গে শ্মশান ত্যাগ করবে।

দাহ শেষে স্নানের সময় একটি ডুব দিয়ে প্রেতের উদ্দেশ্যে এবার তর্পণ করবে। তারপর বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে নিমপাতা দাঁতে কেটে অগ্নি ও পাথর স্পর্শ করে ঘরে ঢুকবে।

সারাংশ

অন্ত্যেষ্টি মানে শেষযজ্ঞ। এখানে অন্ত্যেষ্টি বলতে বোঝানে হয়েছে অগ্নিতে মৃতদেহ আহুতি দেওয়া। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় মৃতদেহকে স্নান করিয়ে দাহ করতে হয় এবং তার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করতে হয়। এ সকল ক্রিয়ার নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও মন্ত্র রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. শবদাহের প্রথম অধিকারী কে?

ক. জ্যেষ্ঠ পুত্র খ. ২য় পুত্র
গ. ৩য় পুত্র ঘ. কনিষ্ঠ পুত্র

২. মৃতদেহে কি মাখিয়ে স্নান করাবে?

ক. ঘৃত খ. মধু
গ. তৈল ঘ. হলুদ

৩. অগ্নিদাতা দাহ করার সময় কয়বার শব প্রদক্ষিণ করিবে?

ক. ৩ অথবা ৭ বার খ. ৪ অথবা ৬ বার
গ. ৫ অথবা ৮ বার ঘ. ৬ অথবা ৯ বার

৪. চিতার স্থলে কয়টি কাঠি দিবে?

ক. ৫ টি খ. ৭ টি
গ. ৮ টি ঘ. ৯ টি

পাঠ-৪ মরণাশৌচ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অশৌচ কি তা বলতে পারবেন।
- অশৌচ কত প্রকার তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মরণাশৌচ কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পুরক পিণ্ডদানের অধিকারী কে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

শৌচ মানে শুচিতা বা পবিত্রতা। 'অশৌচ' মানে শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব। অশৌচ দু-প্রকার জননাশৌচ ও মরণাশৌচ। পুরাকালে এখনকার হাসপাতাল ব্যবস্থা ছিল না। তাই বাড়িতেই প্রসূতির সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করা হত। স্বভাবতই বাড়ি এবং বিশেষ করে যে ঘরে প্রসূতি থাকত, তা নোংরা হয়ে যেত। এতে করে পরিবেশে অশুচি দেখা দিত। একেই বলে জনানশৌচ– জন্মের সাথে যার যোগ। আমরা জানি এই মায়াময় পৃথিবীতে সকল প্রাণী ও বস্তুর প্রতি আমাদের স্বাভাবিক মায়া-মমতা জন্মে থাকে। মনে হয় সকলেই আমার আপন। পরিবার থেকে কেউ মারা গেলে মনে কষ্ট হয়। সর্বোপরি একটি মানুষ যার সঙ্গে আমার আত্মার যোগ রয়েছে তাকে হারালে, কতটা বেদনা উপস্থিত হয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং যাঁর সঙ্গে এতকাল বসবাস করছি, যার সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ আছে, তাকে হারালে, অবশ্যই দুঃখ হয়। হিন্দু ধর্মের একটি বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবের আত্মা দেহকে ছেড়ে যায়। সেই আত্মা তখন সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে প্রথমে প্রেতলোকে অবস্থান করে। তার সন্তুষ্টি বিধান করার জন্য যারা তার আপনজন বেঁচে থাকে তারা যত্নবান হয়। পরিবারের কেউ মারা গেলে, মন শোকে আকুল হয়। তখন ধর্মীয় ও সামাজিক কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে করার মত মনের অবস্থা থাকে না। পরিবারের কারও মৃত্যুর পর এই যে দেহমনের অশুচি অবস্থা, একেই বলে মরণাশৌচ। মৃত ব্যক্তির আত্মা যাতে আমাদের কর্মে সন্তুষ্ট হয়ে তৃপ্ত মনে দেবলোকে যেতে পারে সেই জন্যই অশৌচ অবস্থা।

ব্রাহ্মণ দশ দিন, ক্ষত্রিয় বার দিন, বৈশ্য পনের দিন এবং শূদ্র এক মাস অর্থাৎ ত্রিশ দিন অশৌচ পালন করবেন।

যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে মৃত্যু হয় তাহলে পূর্বদিন ধরে অশৌচ গণনার দিন ধার্য হবে। যতদিন অশৌচ থাকবে ততদিন পর্যন্ত প্রত্যহ প্রেতের উদ্দেশ্যে নীর ও ক্ষীর (জল ও দুধ) এবং একটি করে পিণ্ড দান করতে হয়। যিনি মুখাগ্নি করেন, তিনি হন পূরক পিণ্ডদানের অধিকারী। যদি কোন কারণে পূরক পিণ্ডবাদ পড়ে, তাহলে শেষ দিন বাদ পড়া সকল পিণ্ড একসাথে দান করতে হবে।

মৃত্যু সংবাদ তৎক্ষণাৎ না শুনে যদি কয়েকদিন পরে শুনা যায় তাহলে যেদিন শুনবে সেদিন হতে ত্রিরাত্র অশৌচ পালন করবে। যদি এক বছর পরে অশৌচের কথা শোনা যায়, তাহলে সদ্য অশৌচ হবে। কিন্তু পিতা-মাতা বা স্বামীর মৃত্যু সংবাদ যদি এক বছর পরও শোনা যায় তাহলেও ত্রিরাত্র অশৌচ হবে।

দুই বছরের কম বালক-বালিকার মৃত্যু হলে দাহ না করে মাটিতে পুঁতে রাখতে হয়। তাদের প্রেততর্পণও করতে হয় না।

সারাংশ

অশৌচ মানে অশুচিতা বা অপবিত্রতা। অশৌচ দু-প্রকার। জননাশৌচ ও মরণাশৌচ। মৃত ব্যক্তির সূক্ষ্ম আত্মার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাবশত মরণাশৌচ পালন করতে হয়। কতদিন অশৌচ পালন করতে হবে, তার সময়সীমা ঋষিরা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. অশৌচ শব্দের অর্থ কি?

ক. অসুখ
খ. অশান্তি
গ. অপবিত্রতা
ঘ. অরুচি

২. পরিবারের কারও মৃত্যুর পর দেহ ও মনের যে অশুচি অবস্থা তাকে কি বলা হয়?

ক. জননাশৌচ
খ. মরণাশৌচ
গ. শোকাশৌচ
ঘ. বিচ্ছেদাশৌচ

৩. যতদিন অশৌচ থাকবে ততদিন প্রত্যহ প্রেতের উদ্দেশ্যে কি দিতে হয়?

ক. নীর ও ক্ষীর
খ. তিল ও তুলসী
গ. মধু ও ঘৃত
ঘ. ফুল ও বিল্বপত্র

৪. নীর ও ক্ষীর শব্দের অর্থ কি?

ক. দুধ ও কলা
খ. কলা ও চিড়া
গ. জল ও দুধ
ঘ. জল ও কলা

পাঠ-৫ আদ্যশ্রাদ্ধ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শ্রাদ্ধ কাকে বলে এবং তা কত প্রকার ও কি কি তা বলতে পারবেন।
- কখন থেকে শ্রাদ্ধের উৎপত্তি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আদ্যশ্রাদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

'শ্রদ্ধা' শব্দ থেকে শ্রাদ্ধ শব্দটি এসেছে। তবে শ্রাদ্ধ শব্দটি হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্রে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তা হচ্ছে মৃত ব্যক্তি তথা মৃত সকল পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের তৃপ্তির জন্য দান করা, তৃপ্তিকর ভোজের আয়োজন করার যে অনুষ্ঠানে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে মাস, তিথি, নাম ও গোত্র উচ্চারণ করে অন্ন, ঘৃত, দধি প্রভৃতি দান করা হয় তাকে শ্রাদ্ধ বলে। শ্রাদ্ধ বারো প্রকার। যথা : নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বৃদ্ধি, সপিণ্ডন, পার্বণ, গোষ্ঠী, শুদ্ধার্থ, কর্মাঙ্গ, বৈদিক, তীর্থযাত্রা ও পুষ্টিশ্রাদ্ধ।

নিত্যশ্রাদ্ধ : প্রতিদিনের কর্তব্য শ্রাদ্ধকে নিত্য শ্রাদ্ধ বলা হয়।
নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ : মৃত ব্যক্তির মৃত্যু তিথি-নিমিত্ত যে শ্রাদ্ধ হয় তাকে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ বলে। মৃত ব্যক্তির মৃত্যু-তিথি নির্দিষ্ট করে যে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করা হয়, সেই শ্রাদ্ধই নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ।
কাম্য শ্রাদ্ধ : কোন ইচ্ছা পূরণ কামনায় পিতৃপুরুষের যে অর্চনা করা হয়, তাকে কাম্য শ্রাদ্ধ বলে।
বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ : বৃদ্ধি অর্থাৎ উন্নতি বা সুফল লাভের জন্য যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাকে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ বলা হয়। দশ সংস্কারভিত্তিক কোন অনুষ্ঠান করার আগে এ শ্রাদ্ধ করা হয়।
সপিণ্ডন শ্রাদ্ধ : পিতৃপুরুষের সঙ্গে প্রেত পিণ্ডাদি সমন্বয় করার নিমিত্তে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাকে সপিণ্ডন শ্রাদ্ধ বলে।
পার্বণ শ্রাদ্ধ : পর্বদিনে বিহিত শ্রাদ্ধ পার্বণ শ্রাদ্ধ।
গোষ্ঠী শ্রাদ্ধ : জনগণের সম্পদ ও সুখের জন্য পিতৃপুরুষের যে অর্চনা করা হয়, তাকে গোষ্ঠী শ্রাদ্ধ বলে।
শুদ্ধার্থ শ্রাদ্ধ : প্রায়শ্চিত্তের শেষে শুদ্ধির জন্য যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাকে শুদ্ধার্থ শ্রাদ্ধ বলে।
কর্মাঙ্গ শ্রাদ্ধ : সীমন্তোন্নয়ন, গৃহ-প্রবেশ প্রভৃতি কাজের পূর্বে যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাকে কর্মাঙ্গ শ্রাদ্ধ বলে।
দৈবিক শ্রাদ্ধ : বিশেষ তিথিতে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাকে দৈবিক শ্রাদ্ধ বলে।
তীর্থযাত্রা শ্রাদ্ধ : তীর্থ গমন ও প্রত্যাগমনে যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাকে তীর্থযাত্রা শ্রাদ্ধ বলে।
পুষ্টি শ্রাদ্ধ : শরীর, অর্থ ইত্যাদির জন্য যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাকে পুষ্টি শ্রাদ্ধ বলে।

শ্রাদ্ধের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে। কাহিনীটি বলছি :
পুরাকালে মনু বংশে নিমি নামক এক মহাতপামুনি ছিলেন। তাঁর পুত্র পরম ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও পিতার আগে মৃত্যুবরণ করেন। পুত্রশোকে অস্থির হয়ে তিনি তিন দিবস অতিবাহিত হবার পর স্থির করলেন, আমার ছেলে তিনদিন অনাহারে আছে, কারণ দেহ বিনষ্ট হলেও আত্মা মরে না। সে এখন যেখানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন আমি তার তৃপ্তি সাধনের জন্য ভোজের আয়োজন করব। তিনি পুত্র যা ভালবাসতেন তা তৈরি করে ভোজের আয়োজন করলেন এবং ব্রাহ্মণদের নানা দ্রব্য দান করলেন। কুশের ওপর দক্ষিণমুখী হয়ে বসে পিণ্ডদান করলেন। এ অনুষ্ঠান করে মহামুনি নিমির খুব ভাল লাগল। তিনি তৃপ্ত হলেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদ এলেন। তিনি এ অনুষ্ঠান অনুমোদন করলেন। তিনি জানালেন, এতে মুনি নিমির পুত্রের আত্মাও তৃপ্ত হয়েছে। এ থেকে শ্রাদ্ধের উৎপত্তি।

আদ্যশ্রাদ্ধ

অশৌচ ত্যাগের পর যে শ্রাদ্ধ করে শুদ্ধ হতে হয় তাকে আদ্যশ্রাদ্ধ বলে। আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণ নাম আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। একজন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এ শ্রাদ্ধ করা হয়। তাই একে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বলে। জ্যেষ্ঠ পুত্রাদিক্রমে যারা শ্রাদ্ধের অধিকারী তারা পূর্ব ব্যক্তির অভাবে পরবর্তী ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করবে। প্রথমে পুরক পিণ্ডদান ও পরে শ্রাদ্ধ কাজ করতে হয়।

জড়, আতুর, ক্লীব, পণ্ডিত, জন্মান্ধ, জন্মবধির উন্মত্ত, বোবা, ইন্দ্রিয়রহিত ইত্যাদি ব্যক্তিগণ শ্রাদ্ধের অধিকারী হন না।

আদ্যশ্রাদ্ধের প্রথমে প্রদীপ জ্বালিয়ে বাস্তুপুরুষ যজ্ঞেশ্বরের পূজা করতে হয়। তারপর অন্যান্য করণীয় পূজা করে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করতে হয়।

আদ্য শ্রাদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্য আতপ চাউল, কলাপাতা, ধূতি, ভোজ্যের গামছা, শ্রাদ্ধের কাপড়, তিল, জল, হরীতকী, ঘৃত, মধু, চিনি, দধি, কুশ, ধূপ, দীপ, ফুল, তুলসী, পান-সুপারি, মালসা, পাটকাঠি, আদা, গুড়, কুশাসন, কলার খোলা, অগ্রদানীর দক্ষিণা, পুরোহিত দক্ষিণা প্রভৃতি।

শাস্ত্রে ছয়, আট, ষোল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার দানের বিধান রয়েছে। ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, প্রদীপ, অন্ন, তাম্বুল, ছত্র, গন্ধ, থালা, ফল, শয্যা, পাদুকা, গো, স্বর্ণ ও রূপা- এই ষোল প্রকারের দানকে ষোড়শ শ্রাদ্ধ বলে। তবে মনে রাখতে হবে, শ্রদ্ধার সাথে যা দান করা হয় তাই শ্রাদ্ধ। শ্রদ্ধাহীনভাবে অহংকারের সঙ্গে আড়ম্বরপূর্ণভাবে দান করলে শ্রাদ্ধ হয় না।

সারাংশ

মৃত ব্যক্তির আত্মার তৃপ্তির জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করাকে শ্রাদ্ধ বলে। অধিকারী জ্যেষ্ঠ পুত্র। তার অভাবে কনিষ্ঠ বা অন্য কেউ শ্রাদ্ধ করতে পারবেন। শ্রাদ্ধ বারো প্রকার। পুরাণে আছে, মহামুনি নিমি নিজ পুত্রের আত্মার জন্য পূজনীয় ব্যক্তিদের ভোজন করান এবং দান করেন। এ ভাবেই উৎপত্তি।

অশৌচ ত্যাগের পর যে শ্রাদ্ধ করে শুদ্ধ হতে হয়, তাকে আদ্যশ্রাদ্ধ বলে। আদ্যশ্রাদ্ধের বিধি-বিধান আছে। শ্রাদ্ধে দানক্রিয়াই প্রধান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. শ্রাদ্ধ কত প্রকার?
   ক. ১০ প্রকার খ. ৫ প্রকার
   গ. ১২ প্রকার ঘ. ২ প্রকার

২. প্রথম শ্রাদ্ধ কে করেন?
   ক. নিমি খ. ননী
   গ. রনি ঘ. ধনী

৩. একজন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কোন শ্রাদ্ধ করা হয়?
   ক. আদ্য শ্রাদ্ধ খ. বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ
   গ. পুষ্টি শ্রাদ্ধ ঘ. কাম্য শ্রাদ্ধ

রচনামূলক প্রশ্নমালা

১. দশবিধ সংস্কারগুলো কি কি? সংক্ষেপে জাতকর্ম, সীমন্তোন্নয়ন ও নামকরণের বর্ণনা দিন। [পাঠ - ১ দেখুন]
২. অন্নপ্রাশন ও উপনয়ন সংস্কারের বর্ণনা দিন। [পাঠ - ২ দেখুন]
৩. সমাবর্তন সংস্কারটির বর্ণনা দিন। [পাঠ - ২ দেখুন]
৪. আপনার পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত বিবাহের মন্ত্রটি বাংলা অর্থসহ লিখুন। [পাঠ - ২ দেখুন]
৫. বিবাহ কত প্রকার ও কি কি? সংক্ষেপে ব্রাহ্ম ও প্রজাপাত্য বিবাহের বর্ণনা দিন। [পাঠ - ২ দেখুন]
৬. অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাকে বলে? মৃতদেহকে স্নান ও দাহ করানোর পদ্ধতি বর্ণনা করুন। [পাঠ - ৩ দেখুন]
৭. পিণ্ডদান প্রণালী বর্ণনা করুন। [পাঠ - ৩ দেখুন]
৮. অশৌচ কি? মরাণশৌচ কাকে বলে সংক্ষেপে লিখুন। [পাঠ - ৪ দেখুন]
৯. শ্রাদ্ধ কত প্রকার ও কি কি? বর্ণনা করুন। [পাঠ - ৫ দেখুন]
১০. আদ্যশ্রদ্ধ কাকে বলে? সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [পাঠ - ৫ দেখুন]

১১. সংক্ষেপে উত্তর দিন :

ক. দশবিধি সংস্কার কি কি? [পাঠ - ১ দেখুন]
খ. সংক্ষেপে নামকরণ সংস্কারের বর্ণনা দিন। [পাঠ - ২ দেখুন]
গ. সংক্ষেপে অন্নপ্রাশন সংস্কারের বর্ণনা দিন। [পাঠ - ১ দেখুন]
ঘ. বিবাহ-পদ্ধতি কয় প্রকার ও কি কি? [পাঠ - ২ দেখুন]
ঙ. অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাকে বলে? [পাঠ - ৩ দেখুন]
চ. পূরক পিণ্ড দানের অধিকারী কে? [পাঠ - ৪ দেখুন]
ছ. শ্রাদ্ধ কাকে বলে? [পাঠ - ৫ দেখুন]
জ. কারা শ্রাদ্ধের অধিকারী হন না? [পাঠ - ৫ দেখুন]

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.১
১. ঘ ; ২. খ ; ৩. খ ; ৪. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.২
১. খ ; ২. ক ; ৩. খ ; ৪. গ ; ৫. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৩
১. ক ; ২. ক ; ৩. ক ; ৪. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৪
১. গ ; ২. খ ; ৩. ক ; ৪. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৫
১. গ ; ২. ক ; ৩. ক